বিচার

মোহিত রায়

তেজি ঘোড়া ছুটে চলেছে তীর বেগে। লাগাম ধরে আছেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ (1780–1839 খ্রীঃ)। তিনি চলেছেন মৃগয়ায় ঘন বনের দিকে। একা নয়–কত পাইক বরকন্দাজ তাঁর পিছনে সারি সারি ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। নির্জন পথ।

এমন সময়ে পথের পাশের একটা কুল গাছের আড়াল থেকে একটা পাথর এসে লাগল রণজিৎ সিংহের মাথায়। কেটে গেল কপাল। দর দর করে ঝরতে লাগল রক্ত।

কে মারল এই পাথর? সাহস তো কম নয়। রাজার গায়ে হাত। শেষে কুল গাছের কাছে এক বুড়ি ছাড়া কাউকে পাওয়া গেল না। শেষে বুড়িকেই ধরে আনা হল।

বিচার সভা বসল পরদিন।

বুড়িকে হাজির করা হল। কাঁপছে বুড়ি ঠক্ ঠক্ করে। পরণে ময়লা ছেঁড়া তালি দেওয়া থান। চোখ দুটো যেন গর্তের ভিতর চলে গেছে – চোখে ভাল দেখতেও পায় না। মুখের

চামড়া কুঁচকে গেছে।

রণজিৎ সিংহ বুড়িকে বললেন ঃ তুমি পাথর ছুঁড়েছ?

বুড়ি মাথা নিচু করে নিচু গলায় বলল ঃ হ্যাঁ।

রণজিৎ সিংহ তখন বললেন ঃ কেন পাথর ছুঁড়েছো?

বুড়ি ধীরে জবাব দেয় ঃ মহারাজ, আমি আপনাকে ছুঁড়িনি।

আমি কুল গাছে পাথর ছুঁড়েছি – কুল পাড়ার জন্যে। আমার ছেলেটা কাল থেকে কিছু খায়নি – কুল পেড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়াতাম। কিন্তু তা আর হল না– বুড়ি কাঁদতে থাকে।

করুণ দৃশ্য । সভার সকলে চুপ, কারও মুখে কোন কথা নেই। সকলে ভাবতে থাকে। এমন সময় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন রণজিৎ সিংহ। তিনি রায় দিলেন ঃ বুড়ি নির্দোষ – নিরপরাধ।

খাজাঞ্চিকে আদেশ দিলেন রণজিৎ সিংহ ঃ এখনই বুড়িকে হাজার মোহর দাও আমার তহবিল থেকে। সভাসদেরা বলে উঠলেন ঃ মহারাজ, পাথর ছুঁড়ে বুড়ি আপনার রক্তপাত ঘটিয়েছে – তাই আইনের চোখে বুড়ি দোষী, অপরাধী – আর এই দোষে অপরাধের দণ্ড মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

রণজিৎ সিংহ হাসলেন। তার পর বললেন ঃ বনের কুল গাছকে পাথর দিয়ে আঘাত করলে সে কুল দেয় – অনাহারীর আহার। আর আমি এই গোটা রাজ্যের রাজা হয়ে তার থেকে বেশি কিছু কি দিতে পারি না? এ ছাড়া, যে রাজ্যের মানুষ অনাহারে থেকে বনের কুল খেয়ে পেট ভরায় তার ক্ষিদের জন্য যে রাজ্যে রক্তপাত হয় – সে রাজ্যের সব দোষ আর অপরাধের জন্য দায়ী রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই দণ্ড তো আমার নিজেরই প্রাপ্য। রণজিৎ সিংহের কথা শুনে সকলে নির্বাক হয়ে যায়।

জেনে রাখো

কেশরী	–	কেশর যার আছে অর্থাৎ সিংহ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান।
লাগাম	–	ঘোড়ার মুখে লাগানো দড়ি

মৃগয়া	–	শিকার
পাইক	–	পদাতিক সৈনিক, লাঠিয়াল
বরকনন্দাজ	–	বন্দুকদারী সেপাই
থান কাপড়	–	পাড় নেই এমন কাপড়
খাজাঞ্চি	–	ধন রক্ষক
অনাহারী	–	উপবাসী
তহবিল	–	ধন–ভান্ডার, কোষ
নির্বাক	–	চুপ

পাঠ পরিচয়

এক রাজা ও এক অসহায় গরীব প্রজার গল্প। গল্পটিতে অনাহারে থাকা ছেলের জন্য কুল পাড়তে গিয়ে বুড়ির ছোঁড়া পাথরে রাজার আঘাত লাগে। আইনের চোখে বুড়ি দোষী হলেও মানবিকতার দিক দিয়ে রাজা বেশি দোষী কারণ – তার রাজ্যের প্রজা অনাহারে আছে। বিচারকের কাছে ধনী দরিদ্র সবাই সমান। বিচারক এখানে স্বয়ং রাজা, তাই রাজা বুড়িকে কেবল নির্দোষ বলেননি তাকে অর্থ সাহায্যও করলেন।

পাঠবোধ

1. "যে রাজ্যের মানুষ অনাহারে থেকে বনের কুল খেয়ে পেট ভরায় তার ক্ষিদের জন্য যে রাজ্যে রক্তপাত হয় সে রাজ্যের সব দোষ আর অপরাধের জন্য দায়ি রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই দন্ডতো আমার নিজেরই প্রাপ্য।"

উপরের অংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও

ক. উপরের কথাগুলি কার?

খ. রাজ্যের মানুষ কী খেয়ে পেট ভরাতো?

গ. রাজ্যের সব দোষ আর অপরাধের জন্য রাজা কাকে দায়ি মনে করেছেন?

ঘ. দন্ড কার প্রাপ্য?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

2. রণজিৎ সিংহ কে ছিলেন?
3. রাজা ঘন বনের দিকে যাচ্ছিলেন কেন?
4. রণজিৎ সিংহকে কে পাথর মেরেছিল?
5. বুড়ি কেন পাথর ছুঁড়েছিল?
6. বুড়ি কী জন্য কুল পাড়ছিল?
7. বিচারে রাজা কী রায় দিলেন?
8. খাজাঞ্চিকে রাজা কী আদেশ দিলেনয

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

9. রাজা কেন নিজেকে অপরাধী মনে করলেন?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

রাজা	রাজপুত্র
সিংহ	রাজকুমার

2. বিশেষণ শব্দগুলি পাশে লেখো

তেজি ঘোড়া	ময়লা কাপড়
করুণ দৃশ্য	পাকা কুল